ঝিায়ন ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভ সমাজের স্বপ্ন

এ ঝিকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'---ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থে সুকান্তর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রায় তিন শতক পরে র াষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষার্থে প্রথম সম্মেলন ১৯৭২ সালে এবং পরবর্তী সম্মেলন ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অকালপ্রয়াত কিশোর - কবির স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। একই দশকে সম্ভবত সমধর্মী ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে অ ারেক কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন ---"এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল / প্রায় ততদূর ভাল মানবসমাজ/ আম াদের মত ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে/ গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।" কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি মেললে অনুভূত হয় -- ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে বিপরীত দিকে।

ইতিহাসের পরিহাস

সংবাদপত্রে সদ্য প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে রাশিয়ায় পুশকিন, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়ের মতো কালজয়ী সা হিত্যের পাঠক খুবই কম। তুলনায় কাটতি বেশি সিডনি শেল্ডন গোত্রের বেস্টসেলারের। ইয়োরোপেও দেখা যাচ্ছে, তাঁর া বলছেন-- শিশু কিশোরদের কাছে যিশুখ্রিষ্টের প্রতিকৃতির চেয়েও অনেক বেশি পরিচিত 'নাইক' লোগো। গণমাধ্যমের সর্বাত্মক আগ্রাসী প্রভাব এবং তথাকথিত 'ব্রান্ড মার্কেটিং' - এর যুগে এমনটি মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আমাদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক এক ঝিজনীন সমীক্ষায় যে চাঞ্চল্যকার তথ্য উদঘাটিত হয়েছে -- সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসা যাবে।

আপাতত পরিচিত এক - দুটি বিষয়ে আসা যাক। বছর কয়েক আগে একটি প্রথম সারির রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কলকাতায় একটি বড় শাখার গ্রন্থাগারের এক স্বেচ্ছাকর্মী একদা বলেছিলেন--- আজকাল ব্যাঙ্ক - কর্মীদের মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার প্রবণতা কমেছে। বরং এমন সব বই অনেকে চায় যেগুলি অন্য কাগাজের মলাটে মুখ লুকিয়ে নিতে যেতে হয়। পাঠক বুঝতেই পারছেন সেগুলি কোন গোত্রের বই! আবার এর পাশাপাশি একটি স্থানীয় গ্রন্থাগারে দক্ষিণের অঞ্চলে রয়েছে বিপরীত দৃষ্টান্ত -- সেখানকার এক প্রাচীন গ্রন্থাগারেরস্বেচ্ছা - কর্মী বছর খানেক আগে জানিয়েছিলেন যে বই পড়ার অভ্যাস আবার ফিরে আসতে শু করেছে। তার পর্যবেক্ষণ হলো ঐ অঞ্চলের গৃহবধূদের সম্প্রতি বইয়ের চাহিদা বেড়েছে -- তাঁরা আর একঘেয়ে ধারাবাহিকগুলি টেলিভিশনে দেখে সময় কাটাতে চাইছেন না।

যৌবনহার যুবসামাজ

ছাত্র ও যুবসামাজের অবস্থাটা কেমন - তার কোনও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হাতের কাছে নেই। কিন্তু এটা তো দেখাই যাচ্ছে ত াদের মধ্যে বেড়েছে মানসিক চাপ এব একাংশের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির চিহ্ প্রকট। আজকাল অনেকেরই পেশ ার ক্ষেত্রে থিতু হয়েবিয়ে করতে সময় লাগছে বেশি অর্থাৎ আগের থেকে বেশি বয়সে বিয়ে হচ্ছে যুবকদের তো বটেই, অনেক যুবতীদেরও। অথচ বর্তমানেগণমাধ্যমে যৌন-প্ররোচনা বেড়ে গিয়েছে অনেক মাত্রায়, যেখানে সেই যৌন চাহিদা স্ব াভাবিক পথে পূরণের সুযোগ গেছে অনেকটাই কমে। এই পরিস্থিতিতে, যুবসমাজের মধ্যে যৌন - বিকার বা অপরাধ ক্রমবর্ধমান। যৌথ পরিবারের ভাঙনের প্রেক্ষাপটে এমনকি এক অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে লালিত প্রজন্মের বয়ঃসন্ধিকালের

কৌতূহল, নিঃসঙ্গতা, নির্বান্ধব কেরিয়ারদৌড়, সর্বোপরি সব ধরনের মানবিক বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে পড়ায় আজকের যুবসমাজ অনেকটাই বিভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন। তাদের অনেককেই হাতছানি দেয় ড্রাগের নেশা বা সন্ত্রাসবাদের মতো উত্তেজক বস্তু। তার চেয়ে বড়ো কথা কবির ভাষায় ''এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়'' --অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করা যে বয়সে স্বভাবসিদ্ধ সেই বিদ্রোহী সত্ত্বার 'কালবৈশাখী' ভূমিকা আজকের জরাগ্রস্ত সমাজের সংগঠিত রক্তচক্ষুর সামনে এককও অসহায় বোধ করছে।

পরিসংখ্যানের ম্যাজিক

তথাকথিত কর্মনাশা বৃদ্ধি বা ন্দপ্সস্তুন্দ্বব্দব্দ হ্মজপ্সভ্রব্ধড় এবং পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী ও আমলাদের ভাষণের ডঙ্কানিনাদের পাশাপাশি দেশের শিল্পক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের শোরগোলে অবাধ লুন্ঠনের নিরঙ্কুশ অবকাশ। দেশের গবেষণা ও উদ্ভাবনের (ত্মগুড্ড) ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন বেনিয়াবুদ্ধি ও বিদেশী পুঁজি - নির্ভর এই উন্নয়ন কখনও দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক হতে পারে না। যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রম - নির্ভর (প্তব্রস্ত্বাত্তক্স ন্দ্বব্ধন্দ্বব্দনল্লন্দ্ব) শিল্পোদ্যোগে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মী নিযুক্ত -- সেগুলির মরণাপন্ন গ্নতার দিকে নীতি - নির্ধারকদের তেমন কোনও আগ্রহ আছে বলে চোখে পড়ে না। তাঁরা বিশ্বায়নের অভিভাবকদের ব্যববস্থাপত্র শিরোধার্য করে 'নতুন অতিথি' তথ্যপ্রযুক্তি ও সওদাগরী পুঁজির শুভাগমনের পথ চেয়ে -- যেখানে কর্ম - সংস্থান অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও অতি সীমিত সংখ্যক প্রশিক্ষিতদের জন্য প্রধানত। নীতি নির্ধারকদের মনোযোগের সিংহভাগ যদি এ ধরনের 'ষাট - হাজারি মানসবদার' গোত্রের কর্পোরেট সেক্টরে আবদ্ধ থাকে--- তাহলে সর্বভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বড়ো ধরনের বিচ্যুতি ও বিকারগ্রস্ত পরিস্থিতি যে আসন্ন এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

শরীরী উদ্বোধন উৎসব

গ্রন্থ বা ক্যাসেট প্রকাশের সান্ধ্য - অনুষ্ঠানগুলি এখন স্থান নিয়েছে সভাঘরের পরিবর্তে চিত্রতারকা ও স্বল্পবসনা মডেলদের উষ্ণ শরীরী সান্নিধ্য বিয়ার পাব বা অভিজাত শপিং মলে -- যেসব জায়গায় অন্য সন্ধ্যাগুলিতে ভিড় করে থাকে মহানগরীর ভূঁইফোঁড় - ধনী বা ভ্স্প্লন্দ্ব্রত্ত ত্তনন্তুড়ন্দ্বপরিবারের 'অতি - স্মার্ট লুম্পেন' সন্তানেরা -- 'মস্তি'-র সন্ধানে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলিও ত্রমশ অবধারিতভাবে বিপণন শিল্পের মোহিনী বাণিজ্যের সঙ্গে -- যেটি স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে পুঁজিবাদী নিয়মে মুনাফার লক্ষে। গণমাধ্যমের সত্রিয় সহাযাগিতায় এমন ডলার চালিত সংস্কৃতিরই রমরমা সর্বত্র। সাংস্কৃতিক দাসত্বের ব্যবস্থা পোক্ত হলে তবেই না তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সার্ভিস সেক্টরের চুষিকাঠি নিয়েই তৃপ্ত থেকে উন্নত দেশগুলির উৎপাদনক্ষেত্রের সেবাদাসে (সেবাদাসীর!) পরিণত হয়ে আাদে মাতোয়ারা হবে! যেমনটি হয়েছে তাইল্যাণ্ড ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে--- যেগুলির প্রধান শিল্পই হয়ে দাঁড়িয়েছে হোটেল ও পর্যটনের মাধ্যমে শিলোপন্নত দেশের বিনোদন --- যার সিংহভাগ হলো বাস্তবে সেক্স ট্যুরিজম, পৃথিবীর আদিমতম জীবিকা। সেটুকু বাদ দিলে কর্মসংস্থান যৎসামান্য তা সেল্স্, কল - সেন্টার এবং বি.পি.ও.-র উঞ্ছবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ -- স্বনির্ভর, আর্থ- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তার সামান্যতম সম্পর্ক নেই।

ডলার দৈত্য ও নিঃসঙ্গ বিদ্রোহিনী

স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে - এর বিপরীতে কোনও প্রতিস্রোত কি তৈরি হবে না --- সাংস্কৃতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে? এককথায় বললে -- অসংগঠিতভাবে সর্বদাই এমন স্রোত গড়ে উঠছে এবং প্রকৃতির নিয়মেই গড়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়টি অন্যত্র। যখন ইরাক যুদ্ধে পুত্রহারা জননী টেক্সাসবাসিনী সিন্ডি শিহানের একক সত্যাগ্রহের নিঃসঙ্গ বিদ্রোহে মহাশক্তিধর মার্কিন রাষ্ট্রপতির ঘুম ছুটেছে এবং বিশ্ব জনমতে ঘৃণার তাপমাত্রা বাড়তির দিকে, ঠিক তখনই আমাদের দেশ সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি উদঘাটিত হয়েছে এক মার্কিন সমীক্ষায়। তা হলো -- আমেরিকা বাদে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যার ৪৫ শতাংশ নাগরিক গত বছর ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন নীতির স্পষ্ট সমর্থক।

আজ যতো যুদ্ধবাজ

তা হলে আমাদের মতো এক তৃতীয় বিশ্বের শান্তিকামী দেশে প্রতিত্রিয়াশীল যুদ্ধবাজ মানসিকতার প্রসার ঘটেছে আশঙ্কজনকভাবে। এমন পরিস্থিতি ষাট বা সত্তরের দশকে কষ্টকল্পানাতেও আনা যেত না। তাহলে হিসেবটা কেমন করে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে ঘুরে গেল? 'কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন' (ন্ধট্র) চিবানো তাত্ত্বিকেরা কী উত্তর দেবেন জানা নেই।

একটা কারণ তো অনেকেই বলবেন ৯০-এর দশকের সূচনায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়। পাশাপাশি রয়েছে ডলার - পোষিত নানান রঙ - বেরঙের সংস্থা ও গোষ্ঠীর হঠাৎ - নবাবী বাড়বাড়ন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। আরেকটা কারণ খুব সম্ভবত বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের একাংশের মধ্যে শিথিলতা,সংগ্রাম - বিমুখতা ও নানা বিচ্যুতি -- যেগুলিতে একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছেন প্রগতি শিবিরের বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকে।

ডলার - তৃষ্ণা ও ভ্রষ্ট কলম

সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক -- সর্বক্ষেত্রেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবক্ষয় ও অধঃপতন প্রকট। একই সঙ্গে মুখে বিপ্লবী বুলি ও কাজে ডলার - তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত ক্রমবর্ধমান। সচেতনভাবে তাঁরা বহু মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে চলেছেন। অসহায় দিশাহারা অসংখ্য মানুষের যে বিপুল প্রত্যাশা তাঁদের থেকে -- তার চূড়ান্ত অমর্যাদা করেছেন। চূড়ান্ত সুযোগসন্ধানী ও কপট এই গোষ্ঠীরপ্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমাগত অনাস্থা অস্বাভাবিক নয়। এঁদের মেধার পরিবর্তে মেয়েদের চর্চায় আগ্রহের বিপ্রতীপে বেশ কিছুউজ্জ্বল ব্যতিক্রম প্রণম্য ব্যক্তিরা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে নির্জনে উপেক্ষায় সারস্বতচর্চায় ও অন্যান্য সাধনায় আত্মমগ্ন।

ঝিায়নের বিপ্রতীপে

নয়ের দশকের সূচনায় যে নবতরঙ্গের অর্থনীতির তাত্ত্বিক প্রবাহ এদেশের বুকে আছড়ে পড়ে সেটাই নাকি উন্নয়নের একমাত্র ওঅবধারিত পন্থা, এর কোনও বিকল্প নেই -- এই উচচরোলে সুর মিশিয়েছেন নানা সুধী, সুবোধ বা নির্বোধ মানুষরা। এর বিপরীতে কন্টকাকীর্ণ অজানা পথের নিঃসঙ্গ পথিক হবার দুঃসাহস যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন -- তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আবদ্ধ ফলটুকু এই দুঃসময়ে মহামূল্যবান। বিচিত্র ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের মতো তথাকথিত বিপথগামী মানুষের হাতেই বাংলার নবজাগৃতির মূল্যবোধ নতুন করে সঞ্চারিত হবে। কারণ সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত সন্ধানের বিষয়টি গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে স্বনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও উজ্জীবনের সঙ্গে।

শেষ কথা কে বলবে?

শুর প্রসঙ্গে ফেরার সময় হয়েছে। নির্জীব গদ্য ও নীরক্ত ফ্যাকাসে পদ্যের বদলে যে শিল্প ও সাহিত্য জনমানস উজ্জীবিত হবে শুভ - সমাজের স্বপ্নে ও সামাজিক রূপান্তরের প্রেরণায় অভিনন্দন তাদেরই প্রাপ্য। ভাবীকালের মানুষ ঝুটো মুক্তোর ভিড়ের থেকে রত্ন খুঁজে নিতে ভুল করবে না আশা করা যায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com